মুখবন্ধ

'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে' এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমাদের জানা, বাহির হইতে অনেকটা শোনা কথা, অনুমান-মাত্র। তাহা অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞান নয় এবং বিজ্ঞান ত নহেই, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাগ্যবানকে কিরূপে কেমন ভাবে কৃপা করেন বস্তুগত্যা সে সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় ঘটে না। শ্রীমান সুশীলের 'নামাচার্য্য শ্রীরামদাস' পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে বস্তুগত্যা ভগবৎ কৃপার এই জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ধারাটী উপলব্ধি করিলাম।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের কৃপা আমাদের সকলের উপরই রহিয়াছে। তাঁহার কৃপা জলে স্থলে অনলে অনিলে, এক কথায় চরাচরে পরিব্যাপ্ত আছে। তথাপি গুপ্ত। তিনি সুরে সুরে আমাদের জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি আমাদের এত কাছে থাকিয়াও সবচেয়ে আমাদের দূরে, তাঁহার স্বর আমরা ধরিতে পারি না, তাঁহার আদর আমাদের স্পর্শ করে না, তাঁহার কৃপার পারাবারে ডুবিয়া থাকিয়াও বিবিধ তৃষ্ণায় আমরা প্রতিনিয়ত আকুল এবং ব্যাকুল। চারিদিকের গোলে পড়িয়া আমাদের মনে সব সময় একটা উতরোলের ভাব।

আমাদের পিপাসা দুরন্ত, নিতান্ত এবং একান্ত। তৃষ্ণার তাড়নায় প্রতিনিয়ত আমরা বড় বিভ্রান্ত, পিপাসায় বারিবিন্দু আমাদের জোটে না, এইরূপ অবস্থায় ভগবান কৃপাময়, তিনি প্রেমময়, এসব কথা শুনিয়া আমাদের বুক ভরে কি? প্রাণ শীতল হয় কি? শ্রীভগবানের প্রেম দৃঢ়ভিত্তি ধরিয়া আমাদের অন্তরে পরিস্ফূর্ত্ত হয় না—প্রেমের সঙ্গে দেখাদেখি আমরা পাই না বলিয়া ভগবানের প্রেমের কথা, আমাদের জন্য তাঁহার ব্যথা আমাদের কাছে ফাঁকি হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রেম নির্ব্বিশেষ হইলেও বিশেষরূপে আমাদের অন্তরে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। সে প্রেমকে দেখিতে হয়, চাখিতে হয় এবং সমগ্র অন্তর দিয়া আস্বাদন করিতে হয়। এইরূপ নিজ সম্বন্ধ মননের পথে স্থায়ীভাবে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। প্রত্যুত প্রেম এজ্‌-মালি বস্তু, এমন ধারণায় তাহা আমাদের অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করে না, তাহা তাজা হয় না। আমাদের মন শুধু সেই ধারণায় মজে না। সে প্রেম আমার সম্বন্ধে কেবল, এমন একান্ত অনুভূতিতে গূঢ়। গভীর প্রীতির রীতিতে এ প্রেমের কমল আমাদের মনের মূলে আত্মভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া আমাদের কাণে কাণে কথা বলেন, আমাদের প্রাণে প্রাণে তাঁহার গীতি বাজে। তিনি দূর হইতে আমাদের অতি দূরে। তাঁহার মৃদুমধুর সুরটী শুনিয়া আমরা তাঁহার দিকে তাকাই এবং আমাদের জন্য তাঁহার আকুলতা ও ব্যাকুলতার ভাবটী প্রত্যক্ষ করিয়া পরম চিন্ময়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ি। চিন্ময়ের উপর ভগবৎ কৃপা পরম চিন্ময়ে আমাদের জড় বিচার লয় করে। আমাদিগকে জয় করিয়া লয়।

প্রকৃতপক্ষে নিত্যধাম বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে যে বাঁশী বাজিতেছে তাহার সুর আমাদের জড় মনের স্তরে ধরা পড়ে না। গুরুর স্বরের ভিতর দিয়া সেই সুর আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায় এবং আদরে আদরে আমাদের বুক ভরিয়া দেয়, সুরের ছন্দে মধুর দেবতার আদরে এই যে উন্মেষ ইহা চিন্ময় বস্তু। ইহার সংস্পর্শে জড় প্রতীতির বিলুপ্তি ঘটে। এ আদর নড়ে চড়ে। শুধু তাই নয় আমাদিগকে নাড়ায়। প্রাণময় মনোময় তার বিকাশ। ভাবকে আশ্রয় করিয়া অনুভাবে তাহার বিলাস। এই অনুভাব ভাস্বর। দূরত্বকে লয় করিয়া প্রজ্ঞানময় ইহার উদয়।

ভাব অনেকটা অন্তরের উপলব্ধির ব্যাপার, তাহার মূলে সাময়িকতার

সংস্কারও থাকিতে পারে। জীবনের গোড়া ধরিয়া তাহা সব সময় নাড়া দেয় না। অর্থাৎ আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটে না, ইহা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন সকল জুড়িয়া অনুভাবের প্রভাব। ইহার সাড়ায় আমাদের জীবন দিব্যধারায় গড়িয়া উঠিবার সম্বলটী মনের মূলে পায়। বস্তুতঃ অনুভাবে প্রত্যক্ষতার পরমবল নিহিত থাকে, ইহা প্রভবিষ্ণু। আমরা খোলা চোখেতেই অনুভাবের আশ্লেষণ ও আবেষ্টনে শ্রীভগবানের প্রেমের লীলা ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করি, যিনি অধর তিনিই আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া যান। যিনি চরাচর জড় চেতন সকল জুড়িয়া তাঁহার আদর আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। অনুভাবের এমন উদার প্রভাব, অলক্ষ্য তাহার এমন মাধুর্য্য ও বীর্য্য, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। অঙ্গ দিয়া শ্রীভগবানের অনঙ্গ রঙ্গের এমন উদ্দীপন আমাদের মনের কোন্ গহনে চুম্বনের উপর চুম্বনে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আপ্যায়িত করে। সর্ব্বাত্ম স্বপন এমন লীলার আকর্ষণে আমাদিগকে পড়িয়া যাইতেই হয়।

ঠাকুর নরোত্তম ভগবৎ কৃপার এই চাতুরী এবং মাধুরী বিস্তার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, সুধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন, অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নববিধ মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ।' প্রকৃতপক্ষে ভক্তের অঙ্গকে উদ্দীপিত করিয়াই শ্রীভগবানের অনুভাব আমাদের এই স্তরে প্রভাব বিস্তারের সঞ্চার সামর্থ্যে জাগে। শ্রীভগবান স্বয়ং ভাগবতে উদ্ধবকেও এই কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভগবদুক্তি এই যে, ভক্তের সঙ্গ করিতে করিতে মন মুক্তসঙ্গ হয় তখন নির্ম্মলচিত্তে শ্রীভগবানের তত্ত্ব বিজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই স্ফুরণের পথেই আত্মধর্ম্মের উদ্দীপন এবং আমাদের জড়স্তর হইতে নিত্যলীলার সংস্পর্শে আমাদের উজ্জীবন লাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বিষয়াসক্ত আমাদের মন, কৃষ্ণভক্তের

সঙ্গলাভে আমাদের রতিমতি হইবে কেন ? তাঁহাদের অঙ্গ দেখিবার জন্ত আমাদের আগ্রহ জন্মিবে কামাসক্ত চিত্তে, প্রেমের এমন প্রভাব এত দূরের কথা। মনকে বিষয়ের খুঁটিতে বাঁধিয়া লইয়া আমরা ভক্তের সঙ্গ করিতে যাই। অঙ্গ দেখিবার মত নজর আমাদের কোথায়। ফলতঃ আমাদের মনের অলি গলিতে স্ত্রীপুত্র পরিবার ইহাদের মুখই উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কেমন করিয়া ভক্তের অঙ্গ দেখি ? কোন অছিলায় নিজের কাজটী বাগাইয়া লইয়া ভক্তের নিকট হইতে ভঙ্গ দিতে পারিলেই আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। এই ত আমাদের মনের অবস্থা।

কিন্তু আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদের চাহিতেছেন, আমরা না খুঁজিলেও প্রেমের ঠাকুর আমাদিগকে খুঁজিতেছেন, আমরা তাঁহাকে না ভজিলেও তিনি আমাদিগকে ভজনা করিতেছেন। শ্রীভগবানের এমনই স্বভাব। তাঁহার স্বভাবের জন্তই তিনি প্রেমময়। নতুবা তিনি যদি নিজের ঘাঁটিতে বসিয়া রাজা গজা হইয়া থাকেন, আর সংসার চক্রে আমাদিগকে ফেলিয়া দূরে থাকিয়া নিজে মজা উপভোগ করেন তবে তাঁহাকে 'প্রেমময়' 'দয়াময়' এসব আখ্যা দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকে না। সেক্ষেত্রে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে নিতান্ত জড় এবং নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের সম্পর্কে এমন ধারণা যুগে যুগে বহু মতবাদের বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছে, অবিতর্কিত লিঙ্গে তাঁহার সঙ্গ এবং পরম প্রসাদ হইতে জগত বঞ্চিত রহিয়াছে। বিশ্বের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। কলির জীবের কিন্তু সে দুঃখ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীভগবানের প্রেমের বন্তা বহিয়া গিয়াছে। তিনি রসময় আনন্দময় প্রেমময় এই সত্যটী বিশ্ববাসীর ছবিতে প্রমূর্ত্ত হইয়াছে। এ লীলায় জীবের সহিত ভগবানের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে।

নিতাইচাঁদ জীবের দ্বারে পড়িয়া নাম বিলাইয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন, বৃন্দাবনের বাঁশী নামের ধারায় জড়াইয়া মিশিয়া আমাদের কাণে আসিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। ভক্ত মুখে উচ্চারিত নামে শ্রীভগবানের কোলের দোল আমাদের অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। প্রেমস্বরূপিনী রাধারাণী ও তাঁর সখী ও মঞ্জরীগণ নামের প্রসঙ্গে নামিয়া আসিয়া আমাদের মনের মূলে অনঙ্গলীলার তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। ভগবানের আদরের সুরে সুরে আমাদের জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। নামপ্রেমে উচ্ছ্বসিত অনঙ্গ-মঞ্জরীর সেই রঙ্গ, ভক্তের অঙ্গে বিভঙ্গি তুলিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। হরিনাম উচ্চারণ, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে হরিপুরুষের উদয় —বাবাজীমহারাজের কীর্ত্তনলীলায় এ খেলাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোপী-জনের গোপ্য অনুভব সকল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অনুভাবে উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা নিতাই গৌরের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পাইয়াছি।

শ্রীমান সুশীল সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনানন্দ লীলার যে অনুধ্যানে সে আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিয়াছে তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার ভাষায় ভাবে রসে আমাদের মনে শ্রীভগবানের তাজা প্রেমের জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করি। মধুরিম সন্ধিত—তাঁহার অনুধ্যানে প্রেমের মাধুরী সত্যই আমাদের অন্তরে সিঁধাইয়া যায়। আর সুরে সুরে আদরে আদরে বরবপু স্পন্দিত—প্রেম-ময় দেবতার চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ আমাদের অন্তরে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। ভুজ যুগ টঙ্কিত—প্রেমের দেবতা দুই বাহু বাড়াইয়া আমাদিগকে কোলে লইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন এই অনুভূতি আমার এ অন্তরে উজ্জ্বল হয়। তারপর তনু পরিরম্ভিত—একবারে পরিরম্ভন বা আলিঙ্গন। আমাদিগকে কোলেবুকে জড়াইয়া ধরা, হরি বোল হরি বোল এই রোল। সব গোল কাটিয়া যায়। নামচিন্তামণি-কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহ। অনুগ্রহের

পথে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেমময় দেবতার সর্ব্বতোভাবে সেবার অধিকার লাভ করি। তখন অন্তর হইতে তাঁহার কৃপার জয়গান উঠে।

শ্রীমান সুশীল আমার একান্ত স্নেহভাজন। সুতরাং আমি তার প্রশংসা করিব না, করা উচিত নয়—কারণ, সে প্রশংসা আত্মপ্রশংসারই সামিল হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীগুরুস্বরূপে নিতাইচাঁদ তাকে কৃপা করিয়াছেন, এ কৃপা তাহার জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক ইহাই আমার অন্তরের কামনা এবং বাসনা। সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে ইহাই আমার প্রার্থনা।

কৃপাপ্রার্থী—

বঙ্কিম চন্দ্র সেন

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্মজীবনে শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর প্রভাব অপরিমেয়। নাম, ভক্তি ও ভাবরসের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি জনমানসে, প্রেমের বীর্য্যে মানুষকে করে তুলেছিলেন উদ্দীপিত। ভক্তসমাজ তাঁকে বসিয়েছিল হৃদয়-সিংহাসনে। আর এই সিংহাসনে থেকেই বাবাজী মহারাজ আমার মত দীনাতিদীন, অযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর স্নেহদৃষ্টিপাত করতে ভুলেন নি। এই হচ্ছে নামাচার্য্য শ্রীরামদাসজীর পরম বৈশিষ্ট্য।

চরণ-সান্নিধ্যে বস্‌বার অধিকার তিনিই দিয়েছিলেন। তাই সান্নিধ্যের সে মোহন-স্মৃতি কথা আজ এখানে বিবৃত করতে সক্ষম হচ্ছি। যিনি অপার করুণায় কাছে টেনে নিয়েছিলেন, আজকের এসব কথা বলাচ্ছেন তিনিই। ভাব ও ভাষা তাঁরই দেওয়া। অযোগ্য অধম আমি। দৈন্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি যা এ বই-এ ঘটেছে, তা ঘটেছে আমারই অপটুতার জন্যে।

তবুও এ দুঃসাধ্য কাজে নেমেছি—কারণ, যে আনন্দের রসধারা এ মহাজীবনের আশে পাশে উপ্‌ছে পড়তো, তারই স্মৃতিকণা কিছু এখানে প্রকাশ করছি ভক্তজনের কাছে প্রসাদ বিতরণের মত। কথা তাঁর, বিতরণের কৃপাও তাঁর ছাড়া আর কার হবে?

ইতিপূর্ব্বে 'রামদাস প্রশস্তি'-গ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রকাশনের ভেতর দিয়ে বাবাজী মহারাজের বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীদের আশীর্ব্বাদভাজন হতে পেরেছিলাম। তদানীন্তন দেশ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অপার স্নেহ লাভ করে সে সময়ে ধন্য হই। তাঁর প্রেরণা ও ভাগবত-কথার অপূর্ব্ব বর্ণনা ক্রমে ক্রমে আমাকে রামদাসজী সম্বন্ধে লিখতে উৎসাহিত করে।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এর পর বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে লিখেছি। এগুলোকে একত্রিত করে কোন গ্রন্থ রচনা করার কথা, বাবাজী মহারাজের জীবনালেখ্য রচনায় অগ্রসর হবার কথা তখন ভাবিনি। 'হিমাদ্রির' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর শত কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যেও এ বই সম্বন্ধে নানা উপদেশ ও সাহায্য তিনি দিয়েছেন, এজন্য তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

তারপর এসে পড়ে, পরমধর্ম্মপ্রাণা স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীযুক্তা সরলা বালা সরকারের কাছে আমার ঋণের কথা। তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণী না পেলে একাজে অগ্রসর হবার সাহস আমি পেতাম না।

বাবাজী মহারাজের জীবনীকার, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের দিগ্‌নির্দ্দেশ ও আনুকূল্যের কথাও কোনদিন বিস্মৃত হবার নয়।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের মনোরম ছবির ব্লকটি 'টাওয়ার ব্লক (১৯৫৪) কোং' বিনামূল্যে তৈরী করে দিয়েছেন। এজন্য শ্রীচিররঞ্জন দাস মহাশয় আমার ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদপট ও বাবাজী মহারাজের ছবি ছাপিয়েছেন ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ এবং তাঁরাও এজন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতে রাজী হননি। এদের আনুকূল্যের জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

এবার উল্লেখ করছি স্বধামপ্রবিষ্ট হরিদাস ঘোষাল মহাশয়ের কথা। এঁরই চেষ্টা ও যত্নে পাঠবাড়ী গ্রন্থমন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এঁর লিখিত তথ্যাদি থেকে পাঠবাড়ীর ইতিহাসের নানা উপকরণ পেয়েছি।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যাঁরাই আমার এ ভক্তি-অর্ঘ্যকে পূর্ণতর করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আজ সীমা নেই। ইতি।

—গ্রন্থকার